রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম-এর

বহুবিবাহ

আপত্তি ও তার জবাব

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী
শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী অনূদিত

বই	**রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ : আপত্তি ও তার জবাব**
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ আলী আস-সাবুনী
অনুবাদ	শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
প্রুফদ্রষ্টা	মাহিন আলম
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স

شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ﷺ

المؤلف: الشيخ محمد على الصابونى

المترجم: عبد الله الهادي بن عبد الجليل

রাসূল ﷺ-এর
বহুবিবাহ : আপত্তি ও তার জবাব

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আর (হে নবী) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।"

(সূরা আল-কালাম ৬৮ : ৪)

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ আলি সাবুনি

অনুবাদক : শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব।

দারুলকারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

অনুবাদক পরিচিতি ৮২

অনুবাদকের কথা ৮

ভূমিকা ১১

রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে ইসলাম বিদ্বেষীদের অভিযোগ এবং সেগুলোর জবাব ১৫

ইসলামবিদ্বেষীদের জবাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি পয়েন্ট ১৯

বহুবিবাহের তাৎপর্যসমূহ ২৩

প্রথমত : শিক্ষামূলক তাৎপর্য ২৪

দ্বিতীয়ত : শরঈ তাৎপর্য ২৯
তৃতীয়ত : সামাজিক তাৎপর্য ৩৫
এক. আয়েশা ﵂-এর সঙ্গে বিবাহ ৩৫
দুই. হাফসা ﵂-এর সঙ্গে বিবাহ ৩৭
৪র্থত : রাজনৈতিক তাৎপর্য ৩৯
এক. জুওয়াইরিয়া ﵂-এর সঙ্গে বিবাহ ৩৯
দুই. সুফিয়া বিনতে হুয়াই ﵂-এর সঙ্গে বিবাহ ৪২
তিন. উম্মে হাবিবা ﵂-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধন ৪৪
রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ সম্পর্কে আলোচনা ৪৭
রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীদের নাম ৪৯
১. খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ ﵂ ৫০
২. সাওদা বিনতে যামআ ﵂ ৫৪
৩. আয়েশা বিনতে আবু বকর ﵂ ৫৫
৪. হাফসা বিনতে উমার ﵂ ৫৯
৫. জয়নব বিনতে খুযাইমা ﵂ ৬১
৬. জয়নব বিনতে জাহাশ ﵂ ৬৩

যায়েদ ﵁-এর সঙ্গে জয়নব ﵂-এর বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে একটি বানোয়াট হাদীস ৬৪

যায়েদ ﵁-এর সঙ্গে জয়নব ﵂-এর বিবাহবিচ্ছেদের প্রকৃত কারণ ৬৭

৭. উম্মে সালামা ﵂ ৭১

৮. উম্মে হাবিবা রামলা বিনতে আবী সুফিয়ান ﵂ ৭৫

৯. জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস ﵂ ৭৫

১০. সুফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতাব ﵂ ৭৬

১১. মাইমুনা বিনতে হারেস হেলালিয়া ﵂ ৭৬

শেষকথা ৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত দূত ও শেষ নবী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-অঞ্চল-ভাষা নির্বিশেষে এক মহান অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব। যে-কোনো মানুষ নিরপেক্ষ মন নিয়ে তাঁর পবিত্র ও সৌরভময় জীবনালেখ্য পাঠ করলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মনে কোনো দ্বিধা থাকবে না।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, চিরকালই শ্রেষ্ঠ মানুষদের পেছনে একশ্রেণির হিংসুক ও চক্রান্তকারী লেগে থাকে। এরা তাঁদের সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি ও নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারে না।

ইসলামের ইতিহাস সচেতন মানুষমাত্রই অবগত আছে যে, যুগে যুগে একশ্রেণির হিংসুক নাস্তিক, মুনাফিক, ইহুদী ও খ্রিস্টান চক্র রাসূল ﷺ-কে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অসংখ্য জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে। ওরা তাঁর গোলাপের মতো নিষ্পাপ ও নির্মল চরিত্রকে কলুষিত করার হীন উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি নানা অমূলক অভিযোগের তীর ছুড়ে দিয়েছে।

সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, তাঁর 'একাধিক বিবাহ'কে কেন্দ্র করে। এ ব্যাপারে তারা বিভিন্ন খারাপ শব্দ প্রয়োগে তাঁর চরিত্রহনন করার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, অনেক মুসলিমও এ সব অহেতুক সংশয় ও অভিযোগের জবাব না জানার কারণে সংশয়ের ঘূর্ণিপাকে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ যুগে যুগে দীনের অতন্দ্র প্রহরী, ইসলামের কলম সৈনিক-যারা প্রিয় রাসূলকে নিজেদের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসে-তারা চুপ করে বসে থাকেনি। বরং ওই সব হিংসুক মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন।

সে ধারাবাহিকতায় রাসূল ﷺ-এর 'বহুবিবাহ' সম্পর্কে আধুনিক যুগের ইসলামবিদ্বেষী চক্রের এসব সংশয় ও অভিযোগের যথার্থ ও দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন আরব বিশ্বের স্বনামধন্য আলেমে দীন ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, বিখ্যাত তাফসীর বিশারদ শাইখ মুহাম্মাদ আলি আস-সাবুনি একটি মূল্যবান ছোট্ট বইয়ের মাধ্যমে।

বইটির নাম:

شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول ﷺ

বইটির বাংলা অনুবাদের নাম দেওয়া হলো : 'রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ : আপত্তি ও তার জবাব।'

এটি শাইখের লিখিত কোনো বই নয় বরং তা ১৩৯০ হিজরীর যিলহজ্জ মোতাবেক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মক্কা মুকাররমায় রাবেতা আলম আল-ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত হাজী সম্মেলনে প্রদত্ত তার একটি বক্তৃতা সংকলন।

শাইখ মুহাম্মাদ আলি আস-সাবুনি উক্ত আলোচনায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলো পেশ করে সেগুলোর খণ্ডন করেছেন। তারপর কখন কীভাবে কোন প্রেক্ষাপটে তিনি এসব বিবাহ করেছিলেন, সেগুলোর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিশেষ রাসূল ﷺ-এর এগারো জন জীবনসঙ্গিনীর প্রত্যেকের আলাদাভাবে মর্যাদা ও বিবাহের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন যা পাঠক ভিন্ন এক আমেজে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, বইটিতে পাঠকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্থানে কিছু শিরোনাম সংযোজন করেছি যা মূল বইয়ে নেই।

সম্মানিত পাঠক মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রইল, কোথাও কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে অনুগ্রহপূর্বক অনুবাদককে জানিয়ে বাধিত করবেন, যেন তা সংশোধন করে নেওয়া যায়।

পরিশেষ, মহান আল্লাহ যেন বইটিকে কেবল তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য কবুল করে নেন। প্রিয়নবীর ভালোবাসায় সিক্ত এই কর্মটি যেন মূললেখক, অনুবাদক ও সুধী পাঠকের জন্য পরকালের মুক্তির পাথেয় হয় সেই দুআ করে শেষ করছি।

هَذَا وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم

বিনীত অনুবাদক

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার,
সউদী আরব, তারিখ : ৮/১১/২০১৬ইং
+966571709362, Abuafnan12@gmail.com
www.salafibd.wordpress.com

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىَ رَسُوْلِ اللهِ أَمَّا بَعْدُ :

আমি আপনাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে বরকতময় পবিত্র ইসলামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে আমাদের হৃদয়গুলোকে একত্রিত করে দেন। আমাদেরকে সঠিক কাজ করার ও বলার ক্ষমতা দানের পাশাপাশি তাতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দান করেন। আরো দান করেন পূর্ণ ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিশ্চয় তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন এবং বান্দাদের আহবানে সাড়া দেন।

প্রদীপ্ত সূর্য :

সম্মানিত ভ্রাতৃ মহোদয়! আপনারা কি দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল দীপ্তিমান সূর্য দেখেছেন যার সামনে কোনো কিছুই বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে না, যাকে মেঘমালা কিংবা কুয়াশা এসে ঢেকে রাখতে পারে না?

কেউ যদি ঐ সূর্যের আলো নিভিয়ে ফেলার বা দৃষ্টির আড়াল করার উদ্দেশ্যে মুখ দিয়ে ফুঁ দেওয়া শুরু করে কিংবা গায়ের জামা খুলে সে দিকে মেলে করে ধরে তবে কি সূর্যের আলো নিভে যাবে বা চোখের আড়ালে চলে যাবে? না, কখনই না।

ঠিক তেমনই আমাদের এই সূর্য যার আলোচনা আমরা একটু পরে করব।

আপনাদেরকে ঐ আকাশের সূর্যের কথা বলছি না; বলছি মাটির সূর্যের কথা! আমরা এমন সূর্যের কথা আলোচনা করছি না যা প্রচণ্ড উত্তাপে সব কিছু ঝলসে করে দেয় বরং আলোচনা করছি এমন সূর্যের কথা যা তার ঝলমল আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত করে তোলে। এবার চিনতে পেরেছেন কে এই সূর্য?

হ্যাঁ, তা হলো নবুওয়তের সূর্য। রিসালাতের সূর্য। অনাবিল হেদায়েত, অফুরন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সূর্য। এটি হলো, উজ্জ্বল ঝকঝকে আলো, প্রজ্বলিত প্রদীপ যার মাধ্যমে মহীয়ান আল্লাহ মানবজীবনের দুর্ভাগ্যের কালিমাকে মুছে দিয়ে মানুষকে বের করে আনেন অন্ধকার হতে আলোর পথে।

সেই সূর্য প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যক্তি সত্তা।

মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন,

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

"তারা মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনি তার রাসূলকে হেদায়াত এবং সঠিক দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন-যদিও মুশরিকরা তাতে নাখোশ।"[১]

আমরা এখন এ মাটির সূর্য নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অপূর্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾

"(হে নবী) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার প্রতি আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ।"[২]

এখানে 'উজ্জ্বল প্রদীপ' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নবুওয়তের সূর্য যা তার উজ্জ্বল দীপ্তি এবং কিরণ দ্বারা বিশ্বচরাচরকে আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দেয়। চক্ষুষ্মান লোকেরা তা দেখতে পায় কিন্তু অন্ধরা দেখতে পায় না।

১. সূরা আস-সফ ৬১ : ৮-৯
২. সূরা আল-আহযাব ৩৩: ৪৪ ও ৪৫

কবি বলেন,

মর্যাদার নীল আকাশে সূর্য মোদের দীপ্তিমান।

অন্ধ যদি দেখতে না পায় কিরণ কি তার হয়রে ম্লান?

ইসলামের দুশমনরা রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি আর নবী ﷺ প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তার মানহানির অপচেষ্টায় রত রয়েছে যাতে মুমিনগণ দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তার রিসালাতের প্রতি ঈমান থেকে দূরে সরে যায়।

অবশ্য নবী-রাসূলগণের উপর এ ধরনের মিথ্যা, বানোয়াট, বিভ্রান্তিমূলক অভিযোগ শুনতে পাওয়ায় হতবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ সৃষ্টিজগতে এটাই আল্লাহর রীতি। আল্লাহর রীতির কোনো পরিবর্তন হয় না।

আল্লাহ তাআলা সত্য কথাই বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾

"এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু সৃষ্টি করেছি। আপনার জন্যে আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।"[৩]

৩. সূরা আল-ফুরকান ২৫ : ৩১

রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে ইসলাম বিদ্বেষীদের অভিযোগ এবং সেগুলোর জবাব

মুমিনদের মা প্রিয়নবীর পবিত্র সহধর্মিণীদের আলোচনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বিবাহ করার পেছনে কী রহস্য ও তাৎপর্য লুক্কায়িত রয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে পাশ্চাত্যের গোঁড়া হিংসুক ক্রুসেডাররা যে সকল সংশয় উসকে দিচ্ছে সেগুলোর জবাব দিতে চাই।

এরা মুসলিমদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করার জন্য এবং বাস্তবতাকে ধামাচাপা দিয়ে সর্বকালের সেরা ব্যক্তিত্ব প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মানহানির হীন উদ্দেশ্যে এ সংশয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করে যাচ্ছে। যথা :

১) ওরা বলছে, "মুহাম্মাদ ছিলেন একজন কামুক লোক। তিনি ছিলেন কাম ও কুপ্রবৃত্তি পূজারী। একজন স্ত্রী তার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এমন কি চারজনও নয়। অথচ তিনি